দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ২২ APR 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

শুধু কওমী মাদ্রাসায় জঙ্গী সৃষ্টি হচ্ছে এটা সঠিক নয়

স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও রয়েছে : স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : জঙ্গীবাদ শুধু বাংলাদেশেই নয় এটা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। জঙ্গী দমনে বর্তমান সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। শুধু কওমী মাদ্রাসায় জঙ্গী সৃষ্টি হচ্ছে এটা সঠিক নয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও জঙ্গী রয়েছে। মূলত ইসলামের কথা বলে জঙ্গীরা সাধারণ হতদরিদ্র মানুষকে বিপথগামী করা হচ্ছে। জঙ্গী দমনে স্কুল, কলেজ মাদ্রাসা ও মসজিদভিত্তিক সচেতনতামূলক প্রচারণার কর্মসূচী চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। শুধু তাই নয়, দারিদ্র্যের কারণে বা বিভ্রান্ত হয়ে যেসব সহজ সরল মানুষ জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত হচ্ছে এবং যাদের পৃঃ ২ কঃ ৬

শুধু কওমী মাদ্রাসায় জঙ্গী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন করা হবে। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পরই সরকার পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করবে। গতকাল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজীম আহমেদ সোহেল তাজ এসব কথা বলেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ বলেন, আমরা জঙ্গীবাদের উৎস চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি। জঙ্গী দমনের জন্য অর্থযোগানদাতাদের চিহ্নিত করা জরুরী।

সাংবাদিকদের সাথে খোলামেলা আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জঙ্গী সংগঠনগুলো তিন স্তরে তাদের সদস্য সংগ্রহ করছে। প্রথম দফায় মাঠ পর্যায়ে সহজ-সরল নিরীহ হতদরিদ্র মানুষকে টার্গেট করে তাদের অর্থের বিনিময়ে জঙ্গীরা দলে ভিড়াচ্ছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিকভাবে অর্থাৎ কিছু সংগঠন রয়েছে যারা রাজনীতির কথা বলে তাদের দলে টানছে। প্রকৃতপক্ষে এরা রাজনীতির নামে ভুল ও মিথ্যা প্রচারণা করে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করছে। তৃতীয়ত দেশের স্কুল-কলেজের মেধাবীদের টার্গেট করে দলে ভিড়ানো হচ্ছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে এমন মেধাবীদের বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করে দলে নিচ্ছে জঙ্গিরা। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমী মাদ্রাসাগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। ঢালাওভাবে কওমী মাদ্রাসার উপর জঙ্গীবাদের অপবাদ যেন ছড়ানো না হয় তা সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী ক্রাইম রিপোর্টারদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছেন। আইন শৃংখলা উন্নতির জন্য পুলিশের পাশাপাশি সাংবাদিকদেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়দায়িত্ব রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সাংবাদিকরা হচ্ছে সমাজের তৃতীয় চোখ। যেসব ঘটনা আমাদের চোখে পড়েনি, সেগুলো সাংবাদিকদের লেখালেখির কারণে আমাদের চোখে পড়ে এবং তখন আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, পুলিশের অনেক সমস্যা। রাতের বেলা ঘুমানোর জন্য তাদের একটি আবাসন নেই। সরকার তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে পদক্ষেপ নিচ্ছে। এছাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের একটা দাবী ছিল তাদের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে মর্যাদা দেয়ার জন্য। সরকার তা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। সোহেল তাজ বলেন, আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়া। এ জন্য প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত ও রাজনৈতিকপ্রভাবমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা। বর্তমান সরকার প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করতে এবং পুলিশকে মর্যাদা দিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে ক্র্যাব নেতৃবৃন্দের সৌজন্য সাক্ষাত

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন (ক্র্যাব)'র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা গতকাল (মঙ্গলবার) দুপুরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুন ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমদ সোহেল তাজের সঙ্গে সচিবালয়ে সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন। এ সময় স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুস সোবহান উপস্থিত ছিলেন। দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, জঙ্গি তৎপরতা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও মানবাধিকার সমস্যা নিয়ে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সাথে ক্র্যাব কর্মকর্তাদের আলোচনা হয়।

এ সময় ক্র্যাব সভাপতি আখতারুজ্জামান লাবলু, সহ-সভাপতি সাকির মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক আবু সালেহ আকন, যুগ্ম-সম্পাদক কামরুজ্জামান খান, অর্থ সম্পাদক মাহবুব আলম লাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক নিত্য গোপাল তুতু, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক ওসমান গনি বাবুল, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হালিম মোহাম্মদ, দপ্তর সম্পাদক আজিজুল হাকিম, কার্যনির্বাহী সদস্য হাবিবুর রহমান, জাহাঙ্গীর হোসেন বাবু ও মোঃ তোফাজ্জল হোসেন কামাল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ক্র্যাবের সাবেক সভাপতি ফজলুল আলম কাজল, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এম বশির আহমেদ, সিনিয়র সদস্য ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন বাদশা, সাবেক দপ্তর সম্পাদক শাহজাহান আকন্দ শুভ, সাবেক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলা, সাবেক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক উমর ফারুক আলহাদী উপস্থিত ছিলেন।